দুই মাস ধরে পানিবন্দী শতাধিক পরিবার

মেহেরপুরে চলতি বর্ষায় অতিবৃষ্টিতে পানির নিচে ডুবে গেছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রাম। প্রায় দুই মাস ধরে জলাবদ্ধতায় বন্দী হয়ে পড়েছেন এই গ্রামের তিন শতাধিক পরিবার। ভুক্তভোগীদের দাবী পানি নিস্কাশনে ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও কালভার্ট নির্মাণের। এতোদিন খোজ না নিলেও ইউপি চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনোয়ার হোসেন আশ্বাস দিয়েছেন অল্পদিনের মধ্যে বিষয়টি সূরাহা করা হবে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, বাড়ির চুলা, টয়লেট এমনকি পানির একমাত্র উৎস টিউবওয়েল পর্যন্ত পানির নিচে। রান্না করতে না পেরে কেউ কেউ শুকনো খাবারেই কাটাচ্ছেন দিন। অনেকে আবার বাধ্য হয়ে চলে গেছেন আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে। এসব পরিবারের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে শিশুদের। রাস্তা পানির নিচে থাকায় কোমলমতি শিক্ষার্থীরা এখন আর বেরোতে পারে না। স্কুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নেমে এসেছে আশঙ্কাজনক হারে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, সীমান্তবর্তী রাস্তায় কোনো কোনো কালভার্ট না থাকা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় এই দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। পানি বের হওয়ার পথ নেই।

দীর্ঘদিন পানিবন্দী থাকায় চর্মরোগসহ নানা স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ছেন নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ ও শিশু। দ্রুত পানি নিস্কাশনের উদ্যোগ না নিলে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী। এদিকে পানির দুর্গন্ধে মশা মাছির উপদ্রব বেড়েছে কাজিপুর মিলেটারি পাড়ায়। পানিতে চলাচল করে অনেকের পায়ে দেখা দিয়েছে চর্মরোগ। তবে এখনও পানিবন্দী মানুষের পাশে দাড়াইনি সরকারি-বেসরকারি কেউ। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কেউ তাদেও খোজখর না নেয়ায় হতাশ ভুক্তভোগীরা। তবে দ্রুত পানি নিষ্কাশনের দাবী করেন পানিবন্দী পারিবারগুলি।

এবিষয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য ফারুক হোসেন জানান, ইউনিয়ন পরিস্থিতি সমন্ধে পর্যবেক্ষণ করেছি। ইউএনও’র সাথে পরামর্শ করে এই জনদূর্ভোগ লাঘবে কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মুহা: আলম হুসাইন বলেন, বিষয়টি আমি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করেছি। খুব দ্রুতই একটি সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে। ড্রেন ও কালভার্ট নির্মাণের পরিকল্পনা আছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন, আমি মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রতিবেদকের কাছ থেকে পানিবন্দীর বিষয়টি জানতে পেরে উক্ত কাজিপুর গ্রামে সরেজমিনে গিয়ে দেখে এসেছি। অনেক পরিবারই এখনও পানিবন্দী। দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হবে।

গাংনীর ভাটপাড়ায় পানিবন্দি অর্ধশত পরিবার

মেহেরপুরের গাংনীর সাহারবাটি ইউনিয়নর ভাটপাড়া গ্রামে মাত্র একটি কালভার্ট না থাকায় প্রতিবছর বর্ষার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পানিবন্দি হয়ে পড়েন গ্রামের অর্ধশত পরিবার। বিভিন্ন সময়ে জন প্রতিনিধিসহ উপজেলা প্রশাসন একটি কালভার্টের ব্যবস্থা করে জনদুর্ভোগ দুর করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসলেও আজো তা কমেনি। বরং বেড়েছে। উপজেলা প্রশাসন বলছে কাজ আমাদের না সড়ক ও জনপদের। তবে সড়ক ও জনপদ বিভঅগের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নের ভাটপাড়া গ্রামের মধ্যদিয়ে গাংনী ভায়া কাথুলী সড়ক। সড়কটি একটি গ্রামকে দ্বি-খন্ডিত করে রেখেছে। মাঝখান দিয়ে পাকা রাস্তা হওয়ায় পানি নিষ্কাশন ব্যাবস্থা নেই।

গ্রামের অর্ধেক মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়ে। অল্প বৃষ্টি হলেও প্রতিটি বাড়ির উঠানে হাটু পানি জমে যায়। হাটু পানিতে মানবেতর জীবন যাপন করেন প্রায় অর্ধশতপরিবারকে। অন্য কোনো জায়গা না থাকায় পানিতেই রাখাতে হয় গৃহপালিত পশুপাখি। ফলে পানিবাহিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় গৃহপালিত পশুপাখি। শিশুদের নিয়ে পড়তে হয় অন্যরকম বিড়ম্বনা ও ঝুঁকিতে। গ্রামবাসীর এই পানিবন্দি জীবন যাপন দীর্ঘদিনের। প্রতিবছর বর্ষাতে গ্রামের মানুষ উপজেলা

প্রশাসনের কাছে আসলে শুধু প্রতিশ্রুতি ছাড়া পরিবর্তন হয়নি ভুক্তভোগীদের।

পানিবন্দি পরিবারের একজন আইদুল ইসলাম জানান , বাড়িতে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ও বৃদ্ধ মা। অল্প বৃষ্টি হলেই উঠানে জমে যায় হাটু পানি। গতবছর এ সময় বৃষ্টিতে ভেঙ্গে পড়েছিল আমাদের একমাত্র বসবাসের ঘরটি। আমরা গ্রামবাসির পক্ষ থেকে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে মোবাইলে বিষয়টি জানালে নির্বাাহী অফিসার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে একটি কালভার্টের ব্যাবস্থা করে পানিবন্দী পরিবারকে রক্ষা করা হবে এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এমন কথা জানিয়ে ভাটপাড়া গ্রামের আমিনুল ইসলাম বলেন , একবছর পেরিয়ে গেলেও তার বাস্তবায়ন হয়নি ,কমেনি আমাদের দুর্দশা। গ্রামবাসির দুদর্শা রয়েই গেছে। গতকালের বৃষ্টিতে আবারো পানিবন্দি হয়ে পড়েছে গ্রামের অর্ধশত পরিবার। গ্রামবাসীর প্রাণেরদাবী একটি মাত্র কালর্ভাট স্থাপন করা হলে গ্রামের মধ্যে জমে থাকা পানি কাজলা নদীতে নিষ্কাশিত হবে। জেগে উঠবে পানিবন্দি পরিবার। পানিবন্দি জীবন থেকে রেহায় পেতে সংশ্লিষ্ট কৃর্তপক্ষের দৃষ্টি কামনা করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন , আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের দুর্দশা দেখেছি। কাজটি সড়ক ও জনপদের আওতাভুক্ত । সড়ক ও জনপদের কাছে আবেদন করা হলে গ্রামবাসির দুর্ভোগ লাঘব হবে।

আলমডাঙ্গায় বন বিভাগের ১৩ হাজার চারা ক্ষতির আশংকা

বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী “মুজিব বর্ষ ” উৎযাপন উপলক্ষ্যে আলমডাঙ্গা উপজেলা বন বিভাগ বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণের যে কর্মসূচি নিয়েছিলেন সেটা ভারী বর্ষণের কারণে ভেস্তে যেতে বসেছে।

দীর্ঘ কয়েকদিন যাবৎ বৃষ্টির কারণে বন বিভাগের সীমানায় হাটু পানি বেঁধে গেছে। পানি বাঁধার কারণের প্রায় ১৩ হাজার বনজ , ফলজ ও ঔষধী

চারা নষ্ট হতে চলেছে। দ্রুত পানি নিষ্কাশন না করলে উৎপাদিত চারা গুলো মারা যাবে বলে ধারন করা হচ্ছে।

উপজেলা বন বিভাগের কর্মকর্তা আব্দুল মান্নান জানান, মুজিব বর্ষ উপলক্ষে বন বিভাগ থেকে ২০ হাজার চারা রোপণ ও বিতরণ করা হবে। এর মধ্যে ৭ হাজার চারা বিতরণ করা হয়েছে ।

পর্যায়ক্রমে আরও ১৩ হাজার চারা রোপণ ও বিতরণ করা হবে। সে দিক মাথায় রেখে চারা উৎপাদনের কাজ করছিলাম। কিন্তু দীর্ঘ কয়েকদিন যাবৎ ভারী বন বিভাগের এলাকায় এক হাটু পানি বেধে গেছে। এখন চারা গুলো পানির উপর ভাসছে।

এমন অবস্থায় থাকলে উৎপাদিত চারা মারা যেতে পারে। দ্রুত পানি নিষ্কাশন করতে পারলে অথবা মাটি দিয়ে ভরাট করলে চারাগুলোকে বিতরণ করা যেত।

আলমডাঙ্গা উপজেলা বন বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা শাকিল পারভেজ জানান, বৃষ্টির জন্য চারা বিতরণ রোপণ কাজ বন্ধ আছে। বন বিভাগের ভেতর পানি বাঁদার কারণে চারা উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে না।

পানি বেঁধে থাকলে বাকি চারা মারা যাবে। তাই উর্দ্ধোতম কর্মকর্তাদের সুদৃষ্টি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

মেহেরপুরের চাঁদবিলে পানিবন্দি শতাধিক পরিবার

মেহেরপুরে চাঁদবিল গ্রামের প্রায় শতাধিক পরিবার পানি বন্দি হয়ে পড়েছে। চলাচলের একমাত্র রাস্তাটির প্রায় কয়কশ মিটার তলিয়ে গেছে পানির নিচে। এতে দুর্ভোগে পড়েছে ঐ এলাকার শতাধিক পরিবার।

আমঝুপি ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের এই রাস্তাটি দির্ঘদিন সংস্কারের অভাবে জলাবদ্ধতা তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। এছাড়াও বার বার জনপ্রতিনিধিদের দারস্ত হলেও কোন লাভ হয়নি বলে জানান অনেকে।

জলাবদ্ধতার সামনেই আছে ওয়ার্ডের এক মাত্র মসজিদ। পানি জমে থাকার কারনে অনেক বয়স্ক মুসল্লীরা ঠিকমত নামায পড়তে আসতে পারেননা। সেই সাথে কৃষকদের গলার কাটা হয়ে দাড়িয়েছে এই জলাবদ্ধতা। কৃষিপণ্য আনতে বেশ ভোগান্তিতে পড়তে তাদের।
৫ নং ওয়ার্ডবাসী রবিউল ইসলাম বলেন, শুকনো মওসুমে চলাচল করা গেলেও বর্ষাকালে আর সম্ভব হয় না। অল্প বৃষ্টিতেই হাটু পানি হয়ে যায়।
সাইফুল ইসলাম বলেন, বৃষ্টির পানিসহ আশেপাশের বাড়ির ব্যবহৃত পানিও এখানে জমা হয়। আমাদের গ্রামে চলাচলের এই একটি মাত্র রাস্তা। প্রায় সারা বছরই আমাদের এই সমস্যা থেকে যায়।
একই ওয়ার্ডের বাসিন্দা মাসুম বলেন, এই রাস্তা নিয়ে আমরা বেশ কয়েকবার ইউপি সদস্যসহ হুরমত আলী ও চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন চুন্নুকে সংস্কারের জন্য বলেছি। কিন্তু কোন লাভ হয়নি।
এ বিষয়ে ৫নং ওয়ার্ড ইউপি সদস্য হুরমত আলী জানান, আমি ব্যক্তিগত ভাবে রাস্তাটি চলাচলের উপযোগি করার জন্য বালি দেওয়ার ব্যবস্থা করবো। এছাড়াও রাস্তাটি সংস্কার জন্য উপর মহলে জোর চেষ্টা চলিয়ে যাচ্ছি।
তবে আমঝুপি ইউপি চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিনের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।